

---

## একক ৭ □ বিষয়বিশ্ব ও বিষয় গঠন

---

### গঠন

- ৭.১ প্রস্তাবনা
- ৭.২ শিথিল সমাবেশ
- ৭.৩ সংলেপন
- ৭.৪ বিভাজন
- ৭.৫ পরিস্ফুতি
- ৭.৬ পুঞ্জীভবন
- ৭.৭ গুচ্ছ
- ৭.৮ অনুশীলনী
- ৭.৯ গ্রন্থপঞ্জি

---

### ৭.১ প্রস্তাবনা

---

মূল বিষয়ের মধ্যে শুধু একটি ফ্যাসেট থাকে। কতকগুলি বিচ্ছিন্ন ধারণার পদগুলিকে রঞ্জনাথন নাম দিয়েছেন আইসোসেট। মূল বিষয় থেকে এরা বিচ্ছিন্ন এককমাত্র। কখনও কখনও একটি মূল বিষয়ের সঙ্গে এক বা একাধিক আইসোসেট যোগ হতে পারে। যেমন, বাংলা সাহিত্য, ইংরেজি কবিতা ইত্যাদি। এগুলিকে রঞ্জনাথন বলেছেন মিশ্র বিষয় (Compound subject)। যদি কোনো সম্পর্কের ভিত্তিতে দুই বা ততোধিক বিষয় থেকে গঠিত হয় যৌগিক বিষয় (Complex subject)। যেমন, নার্সদের জন্য মনোবিজ্ঞান। বিভিন্ন ধরনের সম্পর্কে তৈরি হয় সম্পর্কে এক একটা টাইপ। বিশ্ববিদ্যার বিশাল সাম্রাজ্যে বিষয় গঠনেও নানা বৈচিত্র্যের প্রকাশ ঘটেছে। 1950 সালে রঞ্জনাথন বিষয় গঠনের যত্নবিধ পন্থার কথা বলেছেন। সেগুলি হল: শিথিল সমাবেশ বা Loose assemblage, সংলেপন বা Lamination, ব্যবচ্ছেদ বা Dissection, নির্মোচন বা Denudation।

1975 সালে এম. এ. গোপীনাথ ও এস. সীতারাম বিষয়বর্তী অংশগুলি বা আইসোসেটগুলির মধ্যে কতকগুলি সম্পর্ক চিহ্নিত করেছেন :

1. শিথিল সমাবেশ (Loose assemblage)
2. সংলেপন (Lamination)
3. বিভাজন (Fission)
4. একত্রীকরণ (Fusion)
5. পরিস্ফুতি (Distillation)
6. পুঞ্জীভবন (Agglomeration)
7. গুচ্ছ (Cluster)

বিশ্ববিদ্যার আসর জুড়ে পরিকীর্ণ রয়েছে যেসব জ্ঞান তাদের কুড়িয়ে এনে এই সপ্তকাণ্ডের সাহায্যেই করা যায় বিষয় গঠন।

---

## ৭.২ শিথিল সমাবেশ

---

(ক) শিথিল সমাবেশ পদ্ধতির দ্বারা দুই বা ততোধিক বিষয়ের পারস্পরিক সম্পর্ক অনুধাবিত হতে পারে। এই সম্পর্কেই বলা হয় আন্তর্বিষয়ক পর্যায়ী সম্পর্ক (Inter-subject phase relation)। এর থেকে উদ্ভূত হয় যৌগিক বিষয়।

এই গঠনপদ্ধতির ক্ষেত্রে ছটি পর্যায়ী সম্পর্কে দেখা যায়:

1. সাধারণ সম্পর্ক (General relation)
2. পক্ষপাত (Bias)
3. তুলনা (Comparison)
4. প্রভেদ (Difference)
5. উপকরণ (Tool)
6. প্রভেদ (Influence)

এদের উদাহরণ:

1. গণিত ও পদার্থবিদ্যার সম্পর্ক
2. চিকিৎসকদের জন্য মনোবিজ্ঞান
3. নৃতত্ত্ব ও সমাজতত্ত্বের তুলনা
4. রসায়ন ও পদার্থবিদ্যার প্রভেদ
5. পদার্থবিদ্যা অনুশীলনে গণিতের প্রয়োগ
6. আইনশাস্ত্রের উপর সমাজতত্ত্বের প্রভাব

(খ) একই শ্রেণীর সারণির আন্তর্গত দুই বা ততোধিক বিচ্ছিন্ন ধারণাগুলি পারস্পরিক সম্পর্কটি এই গঠন পদ্ধতির মধ্য দিয়ে আলোকিত হয়। এই সম্পর্কের নাম সারণিমধ্যস্থ পর্যায়ী সম্পর্ক। (Intra-schedule phase relation)। এই গঠন পদ্ধতির ক্ষেত্রেও ছটি কার্যকরী সম্পর্ক দেখা যায়:

1. সাধারণ সম্পর্ক ; 2. পক্ষপাত ; 3. তুলনা ; 4. প্রভেদ ; 5. উপকরণ ; 6. প্রভাব।

এদের উদাহরণ:

1. বৌদ্ধধর্ম ও জৈনধর্মের সম্পর্ক
2. শেক্সপিয়ারের প্রতি বার্নার্ড শ'য়ের পক্ষপাত
3. শেক্সপিয়ার ও বার্নার্ড শ'য়ের তুলনা
4. বৌদ্ধধর্ম ও জৈনধর্মের প্রভেদ
5. বর্গীকরণের সাহায্যে গ্রন্থ নির্বাচন
6. শিখধর্মের উপর হিন্দুধর্মের প্রভাব

(গ) একই সারণিভুক্ত একই সারির দুই বা ততোধিক আইসোলেটগুলিকে পরস্পর সম্বন্ধসূত্রে বন্ধ করা হয় এই গঠন পদ্ধতিতে। সম্বন্ধ-সূত্রে আবদ্ধ হলে তাকে অভিহিত করা হয় সারি মধ্যস্থ পর্যায়ী সম্বন্ধ রূপে বা (Intra Array Phase relation)।

এই গঠন পদ্ধতির ক্ষেত্রেও ছটি পর্যায়ী সম্পর্ক দেখা যায়।

1. সাধারণ সম্পর্ক ; 2. পক্ষপাত ; 3. তুলনা ; 4. প্রভেদ ; 5. উপকরণ ; 6. প্রভাব।

উদাহরণ :

1. নগরবাসীদের সঙ্গে গ্রামবাসীদের সম্পর্ক
2. নগরবাসীদের প্রতি গ্রামবাসীদের পক্ষপাত
3. নগরবাসীদের সঙ্গে গ্রামবাসীদের তুলনা
4. নগরবাসীদের সঙ্গে গ্রামবাসীদের প্রভেদ
5. হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে বাংলাগানের পরিবেশনা
6. গ্রামবাসীদের উপর নগরবাসীদের প্রভাব

---

## ৭.৩ সংলেপন (Lamination)

---

(ক) এই গঠন পদ্ধতিতে এক বা তার বেশি আইসোলেট (আই) ফ্যাসেট মূল বিষয়ের সঙ্গে সংবন্ধ করা হয়। ফলে যে বিষয়টি সৃষ্টি হয় তা হয়ে দাঁড়ায় মিশ্র বিষয়।

যেমন, অর্থনীতি (মু) পাবলিক ফিন্যান্স (আই) উৎপাদন (আই)। উদ্ভিদবিদ্যা (সু) গঠনতত্ত্ব (আই)।

(খ) এই গঠন পদ্ধতিতে দুটি উপায় অনুসৃত : একটি প্রাথমিক মূল বিষয়ের অন্তর্গত দুই বা ততোধিক উপবিষয় পরস্পর পরস্পরের উপর আরোপিত হয়ে সৃষ্টি করে একটি মিশ্র বিষয় যেমন: ম্যাগনেটিজম ইন কোয়ানটাম ফিজিক্স।

2. একই বিষয়ের সারণি থেকে দুই বা ততোধিক আইসোলেট পরস্পর পরস্পরের সহিত আরোপিত হয়। যেমন: শহুরে যুবক (সমাজতত্ত্বের অন্তর্গত দুটি আইসোলেট শহর ও যুবক)।

---

## ৭.৪ বিভাজন (Fassion)

---

বিভাজনে একটি মূল বিষয় বা আইসোলেট উপবিভাগে বিভক্ত হয়। বিষয় বিশেষজ্ঞরা এই পদ্ধতিকে ‘খণ্ডীকরণ’ নামে বর্ণনা করেন। যেমন মূল বিষয় দর্শন বিভাজিত হতে পারে—তর্কবিজ্ঞান, অধিবিদ্যা, জ্ঞানতত্ত্ব, নীতিশাস্ত্র, নন্দনতত্ত্ব প্রভৃতি উপবিভাগে। আইসোলেট বিভাজনের দুই রীতি : 1. সারি বিভাজন বা সমপদস্থ বিভাজন। যেমন, এশিয়া থেকে পাওয়া যায় চীন, জাপান, ভারত, ইরান ইত্যাদিকে।

2. মুখ্য আইসোলেটের সঙ্গে কোনো বৈশিষ্ট্য যুক্ত করে বিভাজন। যেমন, হিরো সাইকেল—এখানে সাইকেল মুখ্য আইসোলেট এবং বৈশিষ্ট্যবাচী শব্দ হল ‘হিরো’।

---

## ৭.৫ একত্রীকরণ (Fusion)

---

এই গঠন পদ্ধতিতে দুই বা ততোধিক মূল বিষয় স্বাঙ্গীকৃত হয়। অর্থাৎ স্বতন্ত্র বিষয়সমূহ স্বাতন্ত্র্য হারিয়ে এক নতুন বিষয়ের মধ্যে একাকার হয়ে যায়।

যেমন, জৈব রসায়ন, জীববিদ্যা ও রসায়ন একাকার হয়ে গেছে নতুন বিষয় জৈব-রসায়নের মধ্যে।

শিক্ষামনোবিদ্যা, অ্যাস্ট্রোফিজিক্স, মেডিকেল জুরিসপ্রুডেন্স ইত্যাদির ক্ষেত্রেও ঘটেছে ওই একই ব্যাপার।

---

## ৭.৬ পরিশ্রুতি (Distillation)

---

এই পদ্ধতিতে একটি প্রাথমিক মূল বিষয় সৃষ্টি হয়। প্রথম প্রথম সেই বিষয়টিকে ভিন্ন ভিন্ন মূল বিষয়ের সহযোগে বিভিন্ন মিশ্র বিষয়ের শাখা হিসাবেই দেখা যায়। কিন্তু কালক্রমে সে পরিশ্রুতি লাভ করে। বিবর্তিত হয়ে পরিণত হয় প্রাথমিক মূল বিষয়ে। যেমন, 'ম্যানেজমেন্ট সায়ান্স', রিসার্চ মেথোডোলজি।

---

## ৭.৭ পুঞ্জীভবন (Agglomeration)

---

বিভিন্ন বিষয় একত্র হয়ে একটি পুঞ্জীকার বিষয়ের জন্ম দেয় এই গঠন পদ্ধতিতে। কিন্তু পুঞ্জীকার বিষয়ে উপাদান বিষয়গুলি মিশে যায় না। পুঞ্জীভবন দুইভাবে হতে পারে: উপাদানমূলক বিষয়গুলির ধারাবাহিকতা বজায় থাকে। যেমন, ন্যাচারাল সায়েন্সেস, সোস্যাল সায়েন্সেস, হিউম্যানটিজ।

2. উপাদানমূলক বিষয়গুলির ধারাবাহিকতা থাকে না ; যেমন, ইতিহাস ও অর্থনীতি।

---

## ৭.৮ গুচ্ছ (Cluster)

---

অনেক সময় কোনো বিষয়, প্রতীত বস্তু বা সত্তার উপর গবেষণা করতে গেলে আনুষঙ্গিক বহু তথ্য ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ক্ষেত্র থেকে সংগ্রহ করলে হয়। এইসব সংগৃহীত তথ্য ও জ্ঞানের রাশিকে সামগ্রিকভাবে গণ্য করার দরকার হয়ে পড়ে। 'গুচ্ছ' গঠন পদ্ধতি এ ধরনেরই এক পদ্ধতি। কেন্দ্রীয় বিষয় থাকে একটি, তাকে ঘিরে তৈরি হয় প্রাসঙ্গিক বিষয়ের গুচ্ছ। যেমন, ভৌগোলিক অঞ্চল পর্যালোচনার ক্ষেত্রে—ভারততত্ত্ব বা ইনডোলজি ; প্রতীতবস্তুর পর্যালোচনার ক্ষেত্রে—সয়েল সায়ান্স, স্পেস সায়ান্স ইত্যাদি।

সঠিক ও যথাযথ বর্গীকরণ পদ্ধতি প্রণয়ন করতে গেলে বিষয়বিশ্বের সংগঠন ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কে পর্যালোচনা প্রয়োজন। বিষয় যেভাবে তৈরি হয় সেইভাবেই নিয়ন্ত্রিত হয় তার সংগঠন।

দ্বিবিভাজন নীতিতে বিষয় বিভক্ত হয় দুই ভাগে। 'পরফিরির বৃক্ষ' হল দ্বিবিভাজন নীতির চিত্রিত উপস্থাপনা। প্রাচীনকালে মানুষ নিশ্চিতই দ্বিবিভাজন নীতির মর্ম বুঝেছিলেন। তা দিয়েই নির্বাহ হত তাদের কাজ। কিন্তু বিশাল এই বিষয়-বিশ্ব। সেখানে বর্গীকরণ পদ্ধতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে বিভাজন নীতি আদৌ যথেষ্ট নয়। দশধা বিভাজন নীতিতে বিষয় বিভক্ত হয় দশভাগে। ডিউই বিষয়বিশ্বকে ভাগ করেছেন নয়টি মুখ্য বর্গে আর দশমবর্গে বিন্যস্ত করেছেন নয়বর্গে স্থান-না-পাওয়া সাধারণ বিষয়াবলীকে। জ্ঞানের রাজ্য যেভাবে সমৃদ্ধ ও ক্রমবিকশিত হচ্ছে তার

সূত্র অনুসরণ করলে দশখা বিভাজন নীতির অবাস্তবতাই প্রতিপন্ন হয়। কেননা, বিষয় বেড়ে চলেছে বহু পথে এবং পর্বে পর্বে হয়ে চলেছে তার বিকাশ।

বর্তমান বিষয়বিশ্ব ঝড়ের গতিতে শতধা প্রভাবিত। বিভাজনের কোনো একটা পর্যায়ে এসে কোনো সংখ্যাকেই অধিকতম বলে ভবিষ্যদ্বাণী করা চলে না। কাজেই প্রতিনিয়তই যেখানে বিষয়বিশ্বে সহস্র তরঙ্গ ভঙ্গা হচ্ছে সেখানে বর্গীকরণ পদ্ধতির প্রণেতাকে অনিবার্যভাবেই হতে হচ্ছে সমস্যা জর্জর।

---

## ৭.৯ অনুশীলনী

---

- ১। রঞ্জনাথন বিষয় গঠনের কতগুলি পন্থার কথা বলেছিলেন ?
- ২। শিথিল সমাবেশ পদ্ধতি উদাহরণ সহযোগে ব্যাখ্যা করুন।
- ৩। 'গুচ্ছ' গঠন পদ্ধতির উদাহরণ দিন।
- ৪। যৌগিক বিষয় কীভাবে উদ্ভূত হয় ?

---

## ৭.১০ গ্রন্থপঞ্জি

---

1. Chakrabarti, B. : Library classification theory, Calcutta, World Press, 1994.
2. Ranganathan, S. R.: 'Prolegomena to library classification, 3rd ed. Bombay, Asia Publishing, House, 1967.